মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম আর নেই

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আনোয়ারুল করিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আজ শনিবার (৩১ মে) দুপুর ১২টায় ঢাকার ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. আনোয়ারুল করিম বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিরহংকারী শিক্ষক ও সমাজসেবক, যাঁর জ্ঞানের আলোর স্পর্শে শিক্ষার্থীরা আলোকিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ৩টায় তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে। তাঁর কন্যা দেশবাসীর কাছে বাবার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে জেলা জামায়েতের সাবেক আমির ছমির উদ্দিনের ইন্তেকাল

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকাল পৌণে ১১ টার দিকে মারা যান

তিনি।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের ছেলে ডেন্টিস্ট তারিক মোহাম্মদ তাওয়াবুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ২৫ অক্টোবর তিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন। গতকাল ২৮ অক্টোবর দুপুরে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত “ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস” উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত শেষে বাড়িতে এসে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত্যুকালে তার ৪ ছেলে ৪ মেয়ে, স্ত্রী আত্মীয় স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী বন্ধু বান্ধবসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চাকুরী করতেন। চাকুরী শেষে তিনি দীর্ঘদিন কুয়েত ছিলেন।

পরে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি রাজনৈতিক জীবনে মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।

পরে তিনি দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের সূরা সদস্য ছিলেন। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি ২০০৬ সালের পর মেহেরপুর সামসুজ্জোহা পার্কে প্রকাশ্যে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন স্বীকার হন।

তাঁর বড় ছেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালিন সেক্রেটারী ও জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুরে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইসলামি ব্যাংকের কাছ থেকে পুলিশ আটক করেন।

ওইদিন গত রাতে বন্দর গ্রামের শ্বসানঘাট এলাকায় কথিত ক্রস ফায়ারের নামে হত্যা করে। তারপরপরই আলহাজ্ব ছমির উদ্দীন তার আমেরিকা

প্রবাসী মেঝো ছেলের কাছে চলে যান।

তারপর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন আওয়ামীলীগ সরকার। এছাড়া শহরের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁর বাড়িটি।

২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের মায়ের মৃত্যুর সময় দেশে আসলে মায়ের জানাযা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বেশ কিছুদিন হাজত বাসের পর জামিনে মুক্ত হয়ে আবারও আমেরিকাতে চলে যান তিনি।

আলহাজ্ব ছমির উদ্দীনের আকষ্মিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠণের নেতৃবৃন্দ।

পারিবারিক ভাবে জানা গেছে, আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠে জানাজা শেষে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক রমজান আলীর ইন্তেকাল

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসর প্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ রমজান আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাহি রাজিউন)।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুম রমজান আলী মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন সময়ে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক এবং কোষাধক্ষ্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি জেলা রেফারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জেলা রোভার স্কাউটের কোষাধক্ষ এবং

হোটেল বাজার জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্কী ও গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

পারিবারিক ভাবে জানা গেছে, আজ বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে জানাজা শেষে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হবে।

সাংবাদিক শাহীনের পিতা আব্দুর রহমানের ইন্তেকাল

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের গণযোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক দৈনিক জবাদিহি পত্রিকার সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীন এর পিতা মো আব্দুর রহমান আজ রবিবার বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহির রাজিউন)।

বার্ধক্য জনীত কারনে তার তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ৯৬ বছর।

তিনি ৯ ছেলে ও ১ মেয়েসহ দুনিয়াতে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আব্দুর রহমান দীর্ঘদিন সাব রেজিস্টার অফিসের মহুরার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আব্দুর রহমানের বড় ছেলে আলকামা সিদ্দিকী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের সচিব ছিলেন।

আব্দুর রহমানের মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম,সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চাঁন্দু,সহ সকল সাংবাদিক শোক সংতপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের পিতা মোঃ আব্দুল হালিম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫ টা ১০ মিনিটের সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

তিনি মেহেরপুর পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার নিবাসী। তাঁর বড় ছেলে মরহুম মিজানুর রহমান রিপন মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক ছিলেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

এদিকে, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের বাবার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার বিদেহী শান্তি কামনা করে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে গ্যাস ব্যবসায়ী সবুজের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর কাঁসারী পাড়া প্রধান সড়কের বিশিষ্ট গ্যাস ব্যবসায়ী সবুজের পিতা সরোয়ার উদ্দিন (৭২) বার্ধক্য জনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত সরোয়ার উদ্দিন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

শনিবার ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত সরোয়ার

উদ্দিন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী ছিলেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার সকাল ১০ টায় হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

কোটচাঁদপুরে প্রবীন সাংবাদিক খোন্দকার শামসুজ্জামানের ইন্তেকাল

কোটচাঁদপুরের প্রবীন সাংবাদিক খোন্দকার শামসুজ্জামান (৬৫) মারা গেছে। তিনি ছিলেন,প্রেস ক্লাব কোটচাঁদপুরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। রবিবার গভীর রাতে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।

জানা যায়, প্রবীন সাংবাদিক শামসুজ্জামান বেশ কিছু যাবত শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে অসুস্থ্য ছিলেন। গতকাল রবিবার রাতে হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় ওনার ছেলে আব্দুল্লাহ বাশার কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে চিকিৎসা শুরুর আগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, প্রবীন এ সাংবাদিক। সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন,না ফেরার দেশে। মৃত্যুর সময় তিনি এক মেয়ে এক ছেলে,স্ত্রীসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

এদিকে প্রবীন সাংবাদিকের মৃত্যুর খবরে সোমবার সকালে তাঁকে এক নজর দেখতে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের খোন্দকার পাড়ার বাসায় ছুটে আসেন শত শত শুভাকাংক্ষি।
আজ সোমবার যোহর বাদ সরকারি কে,এম,এইচ ডিগ্রি কলেজ মাঠে মরহুমের জানাজার নামাজ শেষে সাংবাদিক খোন্দকার শামসুজ্জামানকে খোন্দকার পাড়ায় পারিবারিক করব স্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

তিনি ছিলেন, প্রেস ক্লাব কোটচাঁদপুরের প্রতিষ্ঠাতা

সভাপতি,বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা,কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সহ সভাপতি,বাজেবামনদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও সভাপতি, কোটচাঁদপুর মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য,ঢাকা আহসানিয়া মিশন পরিবেশ (আপস) এর মাস্টার ট্রেইনার।

সাংবাদিক শামসুজ্জামান কোটচাঁদপুর খোন্দকার পাড়ার মৃত রহমতউল্লার বড় ছেলে। তিনি ছিলেন,দৈনিক বীর জনতা পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক আব্দুল্লাহ বাশারের পিতা।

সাংবাদিক শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন, কোটচাঁদপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি অশোক দে, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার,সহসভাপতি আব্দুল খালেক বিশ্বাস, যুগ্ন সম্পাদক মনোজ মালাকার, প্রচার সম্পাদক রাম জোয়াদ্দার,সদস্য আকিমুল ইসলাম, রোকুনুজ্জামানসহ শোক প্রকাশ করেছেন, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন।

সাংবাদিক মনির হায়দারের পিতার ইন্তেকাল

বাংলাভিশন টেলিভিশনের নিউইয়র্ক প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক মনির হায়দারের পিতা মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হোসাইন আহমেদ বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল বৃৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৫ বছর। তিনি ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার বাদ আসর ইসলামনগর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হবে। জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে।

সাংবাদিক মনির হায়দারের পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, অনলাইন ডেস্ক ইনচার্জ খান মাহমুদ আল রাফি, স্টাফ রিপোর্টার শহিদুল ইসলামসহ মেহেরপুর সাংবাদিক মহল।

বারাদী বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাউছার আহমেদের ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলা বারাদী বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী বিসিআইসির সার ডিলার ও খোকা এগ্রো ফার্ম এর স্বত্বাধিকারী কাউছার আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন।

গতকাল বুধবার রাত ৮.১০ মিনিটের সময় বারাদী বাজারস্ত নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মরণঘাতী ব্যাধি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ভারত থেকে চিকিৎসা নিয়ে তিনি নিজ বাসভবনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বুধবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাওছার আহমেদের মৃত্যু সংবাদে এক পলক দেখার জন্য বারাদী বাজারের ব্যবসায়ীসহ আশেপাশে গ্রামের সুধীজন তাকে দেখতে বারাদী বাজারস্থ বাসভবনের সামনে ভিড় জমান। পরে তার লাশ তার শ্বশুর গ্রাম সিংহাটিতে নেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে তার নিজ গ্রাম গাংনী থানাধীন সানঘাটে জানাজা নামাজ শেষে দাফন করা হবে বলে জানা যায়। মরহুম কাওছার আহম্মেদ সিংহাটি পশ্চিম পাড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক অলি মহাম্মদের বড় জামাতা।

[redacted]

[redacted]